ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট:

পারিবারিক বিপর্যয়ের কারন ও প্রতিকার

Target Zero Separation & Jannah together

ইঞ্জিঃ খন্দকার মারছুছ

© Engr. Khandaker Marsus

সেশন

- বিয়ে
- পরিবারের সমস্যা ও সমাধান
- পরিবারের শান্তির উপায়
- কম্বাইন্ড ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট
- জন্ম নিয়ন্ত্রন ও ইন্টার কোর্স
- বাচ্চার জন্ম NVD v/s C-section
- জন্মের পর ৬টি কাজ
- বাচ্চাদের তরবিয়ত

© Engr. Khandaker Marsus

Parenting

সেশনঃ ৮

জন্মের পর ৬টি কাজ

সন্তান জন্মের পর করনীয়

জন্ম হওয়ার সাথে সাথে

১। নবজাতকের কানে আযান দেওয়া

সন্তান জন্ম হওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মৃদু আওয়াজে তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে একামত দিতে হবে। যেন তার কানে আল্লাহর মহত্বের প্রথম আওয়াজ প্রবেশ করে এবং শয়তান দূরে চলে যায়। এই আযান যে কেউ দিতে পারবেন। আযান দেওয়ার জন্য কোন হুজুর নিয়ে আসার পরিবর্তে পিতা দিলেই সর্বোত্তম। তাছাড়া মৃত্যুর পর জানাজার নামাজের কোন আযান একামত নেই। শিশুর কানে আযান একামত দিয়ে দেওয়ার একটা তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ এমনই বহন করে যে তোমার জানাজার আযান ও একামত দুটোই হয়ে গেছে জন্মের পর পর, শুধু নামায বাকি আছে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

عن حسين قال : قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم – : من ولد له فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى

"হযরত হুসাইন রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যার সন্তান হয় সে যেন তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে একামত দেয়।"

[শুয়াবুল ঈমান; হাদিস নং ৮৬১৯ । মুসনাদে আবি ইয়ালা; হাদিস নং ৬৭৮০ । মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক; হাদিস নং ৭৯৮৫]

সন্তান জন্মের পর করনীয়

জন্ম হওয়ার সাথে সাথে ২টি কাজ

২। তাহনীক করা

সম্ভব হলে শিশুকে প্রথম দুধ পান করানোর আগে কোন বুজুর্গ ব্যক্তিকে দিয়ে সামান্য খেজুর চিবিয়ে শিশুর মুখে দিতে হবে। এটাকেই তাহনীক বলা হয়। তবে খেজুর না পাওয়া গেলে অন্য কোন মিষ্টি দ্রব্য যেমন মধু বা অন্য কিছু দ্বারাও এভাবে তাহনীক করা যায়। তাহনীক করা সুন্নত। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

عن أبى موسى قال ولد لى غلام فأتيت به النبى -صلى الله عليه وسلم- فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة

অর্থঃ হযরত আবু মুসা আশাআরী থেকে বর্ণিত, "আমার একটি ছেলে হলে আমি তাকে রাসুল (সাঃ) এর কাছে নিয়ে এলাম। তখন রাসুল (সাঃ) তার নাম রাখেন ইব্রাহীম। এবং তাকে তাহনীক করান খেজুর দিয়ে।"

সহীহ মুসলিম; হাদিস নংঃ ৫৭৩৯ । সুনানুল বায়হাকী কুবরা; হাদিস নংঃ ১৯০৮৮ । মুস্নাদে আহ্মাদ; হাদিস নংঃ ১৯৫৭০ । মুসান্নাদে ইবনে আবী শাইবা; হাদিস নংঃ ২৩৯৪৮

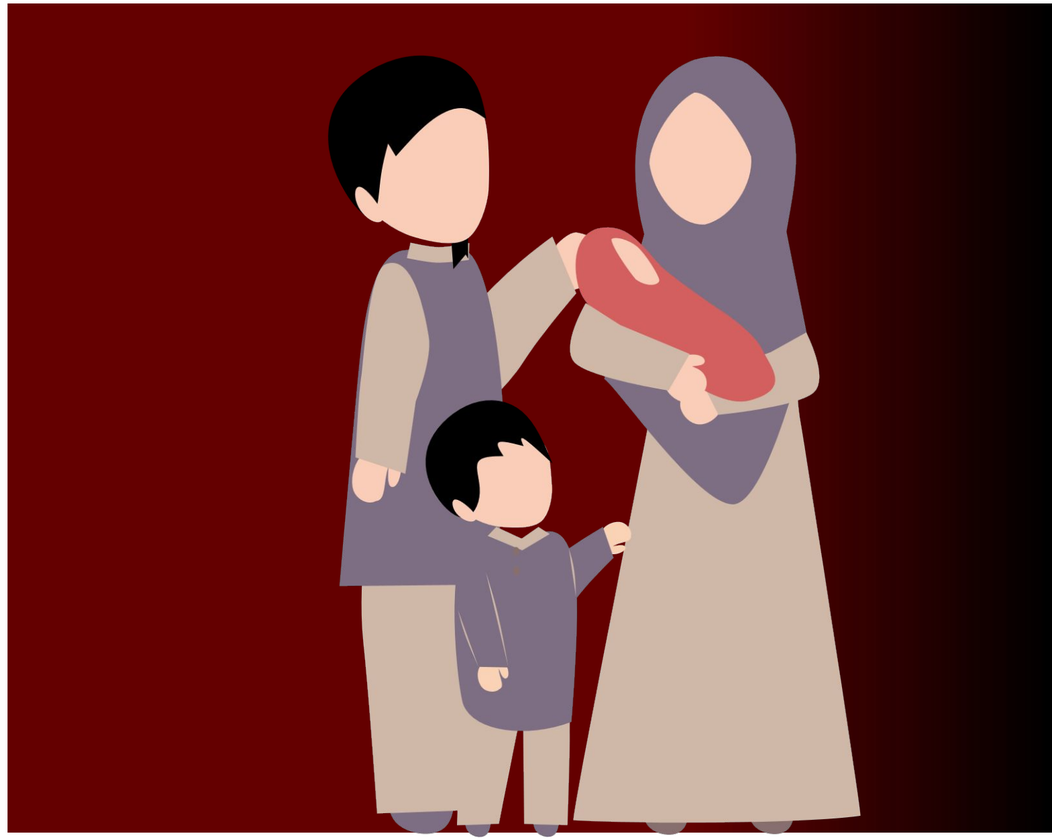

সন্তান জন্মের পর করনীয়

জন্মের ৭ম দিন ৪ টি কাজ

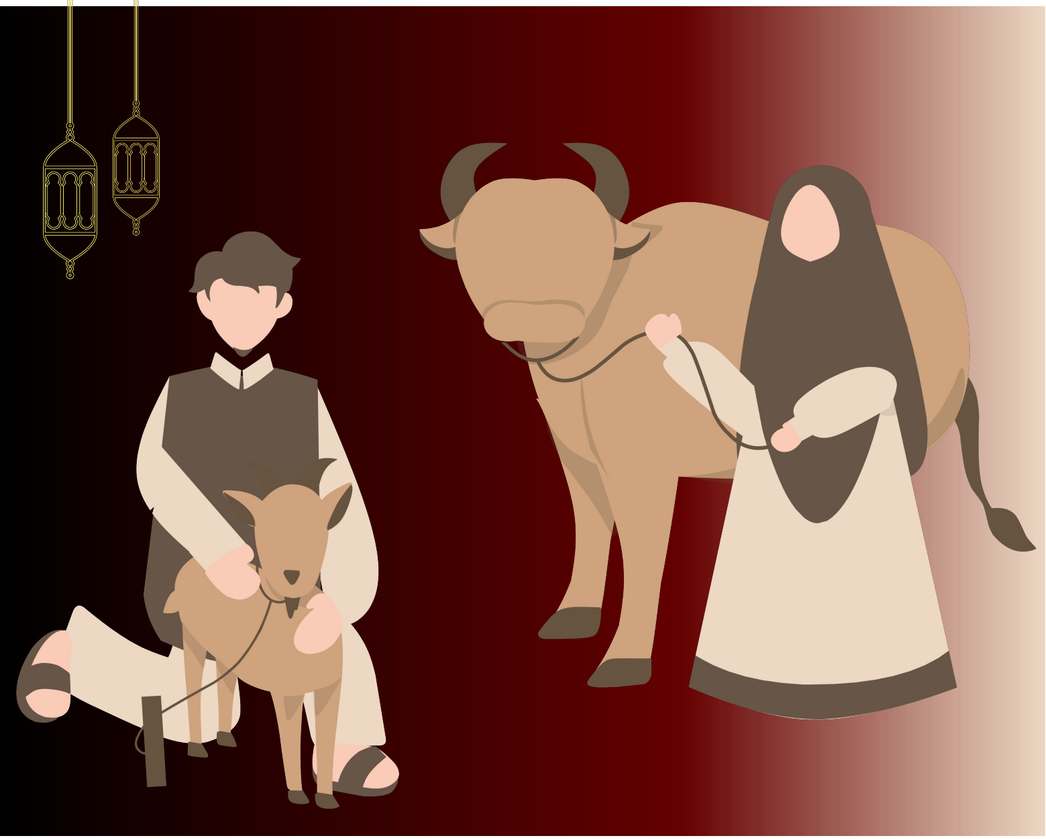

৩। নবজাতকের নাম রাখা

নবজাতকের সুন্দর নাম রাখা সুন্নত। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নিজ নামে এবং তোমাদের বাপ-দাদার নামে আহবান করা হবে। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের নাম সুন্দর করে নাও।" বাচ্চার নাম জন্মের ৭ম দিন অর্থাৎ, আক্বিকার দিন রাখা সুন্নত তবে প্রথম দিনে রাখাও বৈধ

৪। আক্বিকা

আক্বিকা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। তাই যে ব্যক্তি আক্বিকা করার সামর্থ্য রাখে সে যেন অবশ্যই আক্বিকা করে। আর যার সামর্থ্য নেই তার উপর আক্বিকা জরুরি নয়। আক্বিকায় ছেলে বাচ্চার পক্ষ থেকে ২টি বকরি ও মেয়ে বাচ্চার পক্ষ থেকে ১টি বকরি জবাই করতে হবে। আক্বিকার গোশত যে কেউ খেতে পারবে। নিজে খাবে, অন্যকে খাওয়াবে এবং দান করবে। আর যদি কেউ কুরবানির সাথে আক্বিকা করতে চায় তো গরু কুরবানির ক্ষেত্রে ছেলে বাচ্চার পক্ষ থেকে ৭ ভাগের ২ ভাগ এবং মেয়ে বাচ্চার পক্ষ থেকে ৭ ভাগের ১ ভাগ দিলেই হবে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, "আক্বিকার কাজগুলো করবে ৭ম দিন। সেদিন সম্ভব না হলে ১৪তম দিন। সেদিনও সক্ষম না হলে ২১তম দিন।"

সন্তান জন্মের পর করনীয়

জন্মের ৭ম দিন

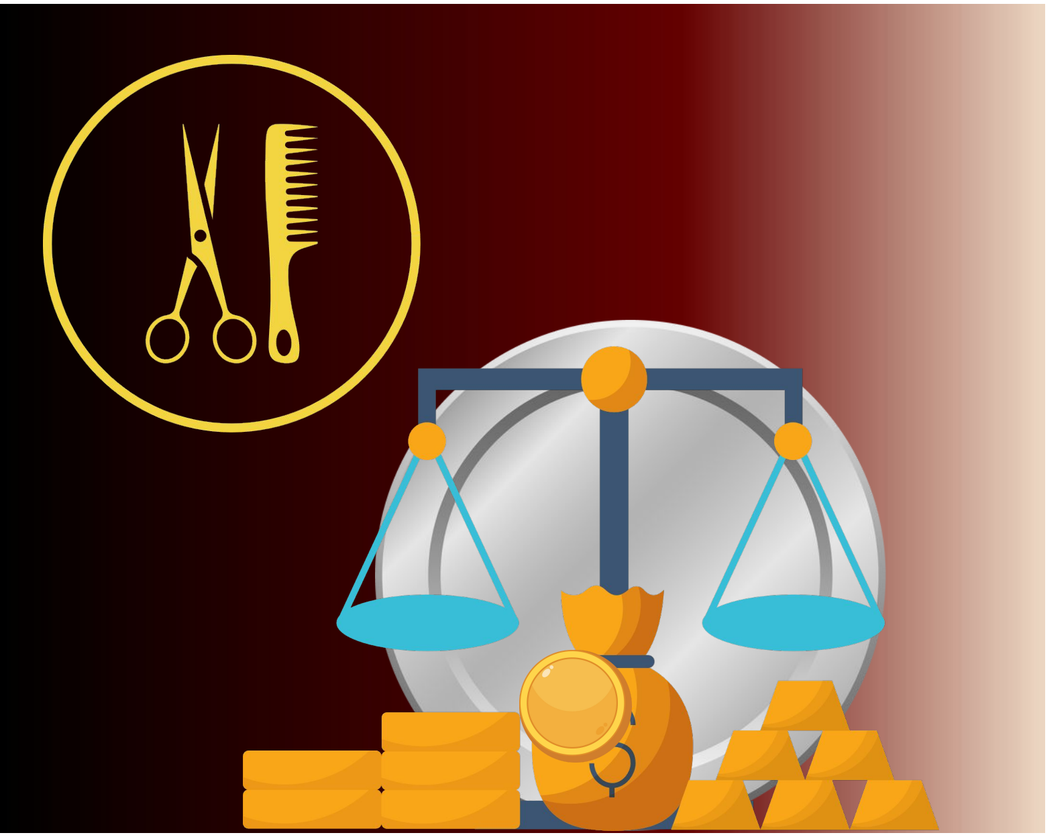

৫। নবজাতকের মাথা মুন্ডন এবং চুলের ওজন বরাবর স্বর্ণ বা রৌপ্য দান করা

জন্ম গ্রহনের ৭ম দিনে যেমন আক্বকিকা করা সুন্নত, তেমনি সেদিন নবজাতকের মা কর্তৃক সন্তানের চুলগুলো মুন্ডন করা এবং চুলের ওজন বরাবর স্বর্ণ বা রৌপ্য মূল্য সাদাকাহ করাও সুন্নত। হাদিসে এসেছে,

عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قالوزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأمفتصدقت كلثوم بزنة ذلك فضة

অর্থঃ হযরত জাফর বিন মুহাম্মাদ (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেছেন, হযরত ফাতিমা বিনতে রাসুলুল্লাহ (সা) হাসান, হুসাইন, যায়নাব এবং উম্মে কুলসুমের চুল ওজন করে সে পরিমান রূপা সাদাকাহ করে দিয়েছেন।

[মুয়াত্তা মালিক; হাদিস নংঃ ১৮৩৯ । শুয়াবুল ঈমান; হাদিস নংঃ ৮২৬২ । সুনানে বায়হাকী কুবরা; হাদিস নংঃ ১৯০৭৯]

সন্তান জন্মের পর করনীয়

জন্মের ৭ম দিন ৩ বছর

৬। খৎনা করা

নবজাতকের জন্মের ৭ দিন থেকে ৩ বছরের মধ্যে খৎনা করা উত্তম। আর ৭ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই খৎনা করে নেওয়া ভালো। তবে সাবালক হওয়ার আগেই খৎনা করিয়ে নেওয়া জরুরি। হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা) জন্মের ৭ম দিনে হাসান এবং হুসাইনের আক্বিকা দিয়েছেন এবং খৎনা করিয়েছেন।

তারাবানি, বায়হাকী

বাচ্চাদের স্যোশাল মিডিয়া আসক্তি

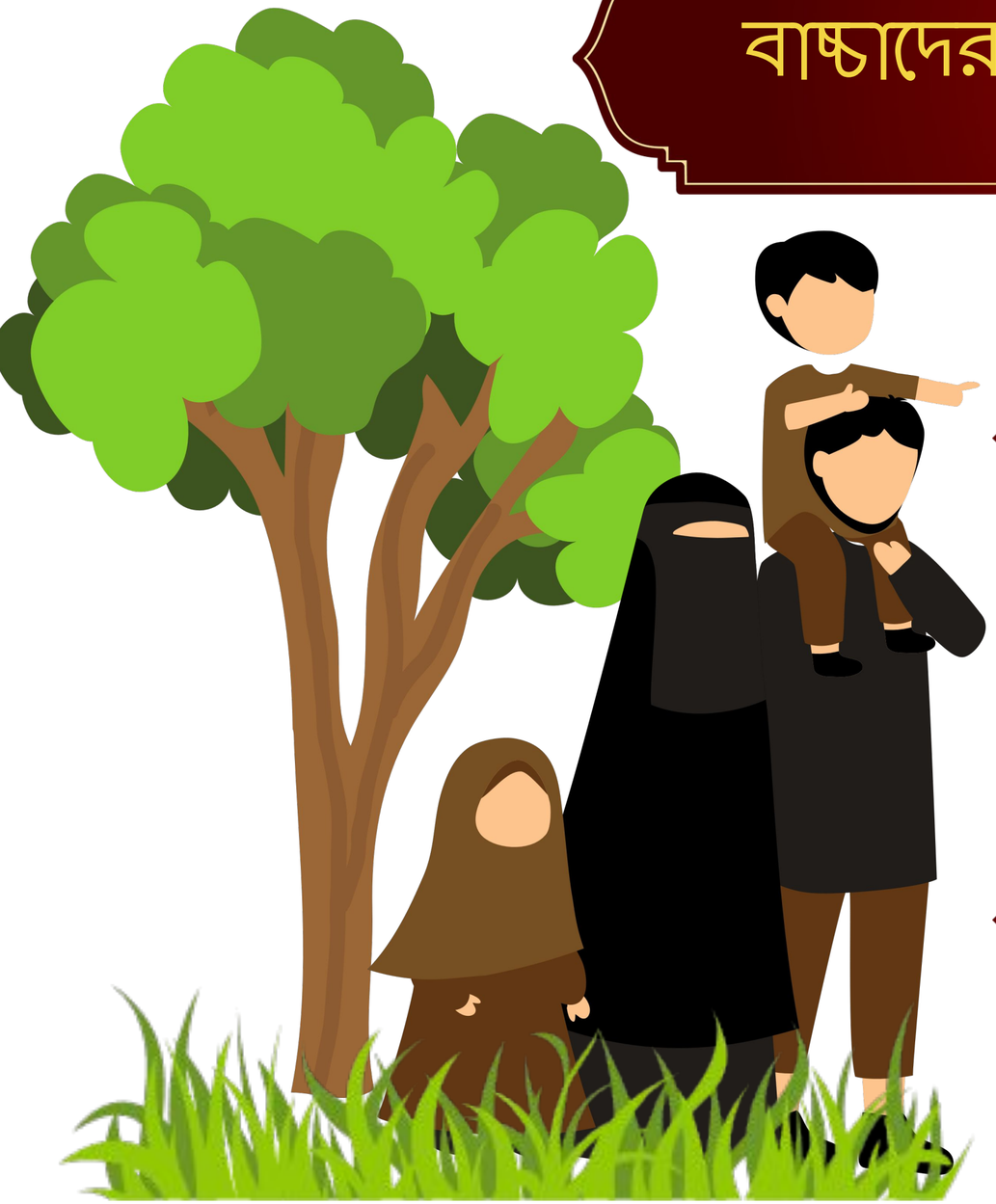

বাচ্চাদের যথাসম্ভব স্যোশাল মিডিয়া থেকে দূরে রাখা।

বাচ্চার আশক্তি কে ক্রেডিট মনে না করা

বাচ্চাকে সময় দেওয়া

বাচ্চাদের স্যোশাল মিডিয়া আসক্তি

ড. নিকোলাস কারদারাস, যিনি বাচ্চাদের স্ক্রিন আসক্তি নিয়ে লেখা বিখ্যাত “গ্লো কিডস” বইটির লেখক, তার একটি উক্তিতে তিনি বলেছেন, “**আমি কয়েক'শ হেরোইনে আসক্ত মানুষকে নিয়ে কাজ করেছি, আমি বরং বলি যে একজন সত্যিকারের স্ক্রিন-আসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা করার চাইতে একজন হেরোইনে আসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা করা সহজ।**”

সম্প্রতি ব্রেইন-ইমেজিং রিসার্চে জানা গেছে স্ক্রিন আসক্তি মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল কর্টেক্সে কোকেইন বা হেরোইনের মত মাদকদ্রব্যের ন্যায় কাজ করে। স্ক্রিন আসক্তি ধরা পড়েছে এমন দু’শোর বেশি শিশুদের নিয়ে ব্যাপক গবেষণায় উঠে এসেছে যে এসব শিশুরা তাদের সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলে। তারা সহজে কারো সাথে মিশতে পারে না, গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। স্কুলের পড়াশোনাতেও পিছিয়ে থাকে। একসময় একাকীত্ব, অস্থিরতাসহ না না রকম মানসিক সমস্যায় ভোগে। স্টিভ জবস আর বিল গেটস দু’জনই তাদের নিজ নিজ সন্তানদের প্রযুক্তি থেকে দূরে রাখতেন।

বর্তমানের ভিডিও গেইমস অত্যন্ত উত্তেজনাকর হয়ে থাকে। এসব গেইমস খেললে শিশুর ডোপামিন ও এড্রেনালিন হরমোনের নিঃসরণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। **গবেষনায় প্রমাণিত হয়েছে যে মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে যে মাত্রায় এই হরমোন নিঃসরণ ঘটে, ভিডিও গেইমসের ক্ষেত্রেও তা একই মাত্রায় ঘটে। এটা কোকেইন বা মরফিনের চাইতেও ক্ষতিকর।**

এছাড়া আর একটা বিষয় হলো অনেক সময় এটাও ধারণা করা হয় মোবাইল ডিভাইসগুলো বানানোর সময় ডিভাইসের সাথে কিছু **সিহর (কালো জাদু) আশ্রয় নেওয়া হয়**; যেটা নেশা দ্রব্য হিসেবে কাজ করে।

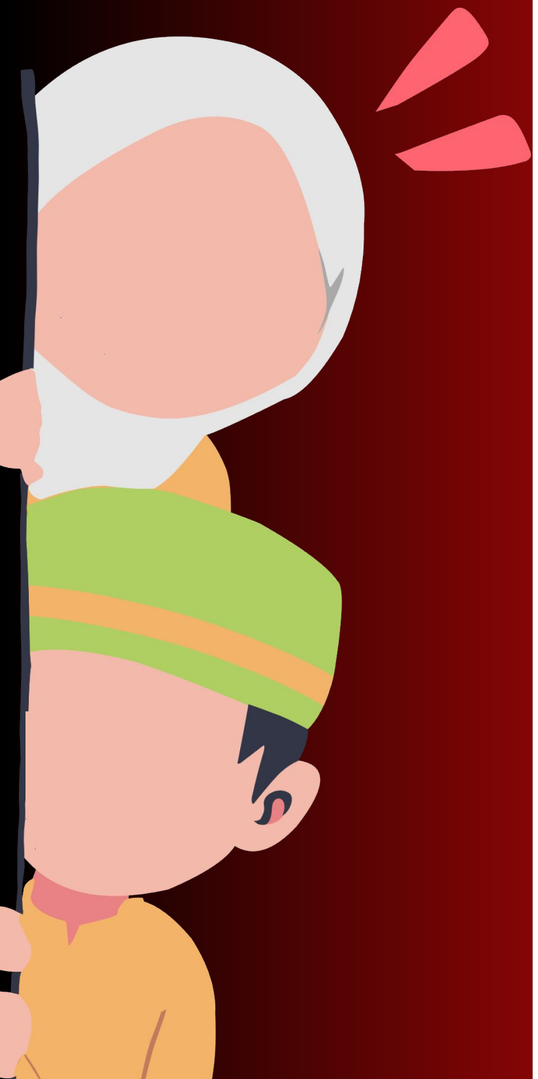

তরবিয়তের গল্প

বাচ্চাদের তরবিয়ত তার মায়ের মাধ্যমে শুরু হয়

হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহির দ্বীন শিক্ষা করার জন্য ব্যাবসায়িক কাফেলার সঙ্গে যখন তার আম্মা পাঠিয়েছিলেন, পাঠানোর সময় চল্লিশটা স্বর্ণমুদ্রা তার পোশাকের সাথে সেলাই করে দিয়ে দিয়েছিলেন এবং বলে দিয়েছিলেন যেন তিনি কখনো মিথ্যা কথা না বলেন। পড়াশোনার উদ্দেশ্যে হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) ব্যবসায়িক কাফেলার সাথে বাগদাদ যাওয়ার পথে ডাকাতের কবলে পড়েন। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) কে ডাকাত সর্দার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সাথে কি আছে? তিনি বললেন, আমার নিকট ৪০টি স্বর্ণ মুদ্রা আছে। ডাকাত সর্দার আশ্চার্যন্বিত হয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন হে যুবক! তুমি তো মিথ্যা কথা বলে আমার নিকট থেকে স্বর্ণ মুদ্রা লুকাতে পারতে। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) বললেন, মিথ্যা কথা বলতে আমার মা নিষেধ করেছেন। এ কথা শুনে ডাকাত সর্দার বললেন, মায়ের আদেশ যুবক তুমি এভাবে পালন কর। নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর আদেশ আরো যত্নের সাথে পালন করো। আর আমি ও অন্যান্য ডাকাতরা তো আল্লাহর আদেশই পালন করি না। মায়ের কথা তো অনেক দূরের কথা। এই বলে ডাকাত সর্দার আপসোস করতে থাকেন ও বলেন, হে বালক ! তুমি সাধারণ কোন মানুষ না। হে বালক তুমি আমাকে কলেমা পড়াও। ডাকাত সর্দারের সাথে আরো ৬০ জন অশ্বারোহী ডাকাত ছিলেন। তারাও কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন ।

বাচ্চাদের তরবিয়ত

ছোট থেকে সুন্নতি পোশাক পরা শেখাতে হবে।
সুন্নত অনুসরন করে আমল বা কর্ম করা শেখাতে হবে।
আল্লাহর ভয় করা শেখাতে হবে। সৎ কর্মে জান্নাত আর অসৎ কর্মে শাস্তির কথা বলতে হবে। বিভিন্ন বিষয় শেয়ার করতে হবে; যেমনঃ বাচ্চা এডাল্ট হওয়ার আগেই গোসল কেন ফরজ হয়, কখন ফরজ হয়, ফরজ হলে কি করতে হয়, কিভাবে করতে হয় এগুলো শেখানো। এগুলো কোন লজ্জার বিষয় নয়। অন্যদিকে মেয়ে বাচ্চা হলে তাদের পিরিওড সম্পর্কে স্বাস্থ্য সচেতন করতে হবে।

এছাড়া, বাচ্চা যাতে সত্যবাদী হয় সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। রাস্তায় খেলনা বা অন্যকিছু কুড়িয়ে পেয়েছে, বাসায় নিয়ে আসলে সাথে সাথে সেটিকে ফেরত দেওয়া বা পূর্বের স্থানে রেখে আসা শেখাতে হবে। কারো বাসায় গিয়ে পড়া আম পেয়েছে, সেটিও ফিরিয়ে দেওয়া শেখাতে হবে।

আজ যদি একটি পড়া আম পেয়ে উৎস না জেনে খাওয়ার অনুমতি পেয়ে যায় তবে হতে পারে এই বাচ্চা পরবর্তীতে বড় কোন অপরাধেও জড়িয়ে পরতে পারে।

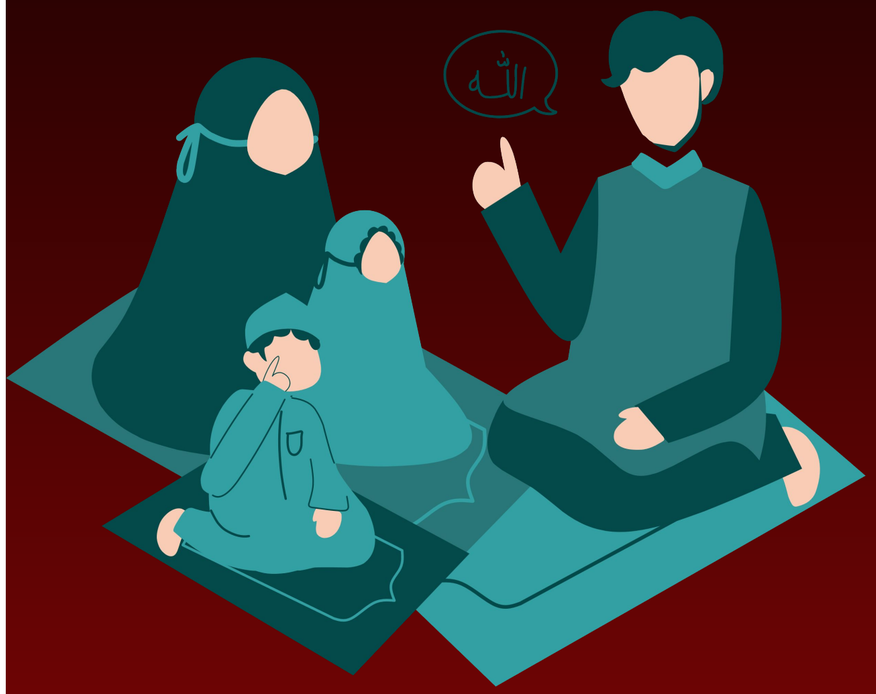

বাচ্চার ইমান

বাচ্চার ইমান

এক বাচ্চা কে জিগ্যেস করা হল, একটি গাছের ১০টি ফল থেকে ১টি পড়ে গেলে আর কয়টি থাকবে? বাচ্চা উত্তর দিল, যদি জান্নাতের গাছ হয় তাহলে ১০টি ই থাকবে। আর দুনিয়ার গাছ হলে ৯টি থাকবে।

সাহাবা হবো

আমেরিকাতে ক্লাসে এক বাচ্চাকে তার এইম ইন লাইফ জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল, সাহাবাদের মত হবো। একথা শুনে, ক্লাসে ম্যাম বাচ্চার মায়ের কাছে সাহাবাদের বিষয়ে জানতে আসলো এবং সাহাবাদের গল্প শুনে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করল।

জান্নাত থেকে ক্রন্দন

রাসূল (সা)) মেরাজে গিয়ে দেখলেন এক লোক জান্নাতে কাদছেন। আর একজন জাহান্নামে হাসছেন। একজন নেক সন্তান রেখে আসছেন, যার আমল খুব দ্রুতই বেড়ে যাবে আর সে জান্নাতে চলে যাবে। আর বদকার ব্যক্তি সন্তানের আমল ভারী হলে জাহান্নাম যাবে।

সুখী ফ্যামিলি

- বাচ্চাদের তরবিয়ত
- সাদাসিধে জিন্দেগি
- সবর ও ধৈর্য

নিয়ত

- আমার সন্তান আমার জানাজা পড়াবে
- আমার মৃত্যুর পর আমার সন্তান আমার জন্য দুয়া করবে

ANY QUESTIONS??